ইসলামে তাক্বলীদের বিধান

যুবায়ের আলী যাঈ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় বাধা হ'ল তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। এর ফলে মানুষ আর একজন মানুষের অন্ধ অনুসারী হয়ে পড়ে। অনুসরণীয় ব্যক্তির ভুল-শুদ্ধ সব কিছুকেই সে সঠিক মনে করে। এমনকি তার যে কোন ভুল হ'তে পারে এই ধারণাটুকুও অনেক সময় ভক্তের মধ্যে লোপ পায়।

মানুষ যুগে যুগে কখনো তার বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রসম-রেওয়াজের অনুসারী হয়েছে, কখনো কোন সাধু ব্যক্তি অথবা ধর্মনেতা ও সমাজনেতাদের অনুসারী হয়েছে। ফলে নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করেও অনেকে তা মানতে ব্যর্থ হয়েছে শুধুমাত্র তাক্বলীদী গোঁড়ামীর কারণে। বলা বাহুল্য প্রত্যেক নবীকেই স্ব স্ব সমাজের প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের মুকাবিলা করতে হয়েছে। আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'র সত্যকে প্রচার করতে গিয়ে সমাজের লালিত সত্যের (?) বিরোধিতা করতে হয়েছে। ফলে কখনো তাঁদের মার খেতে হয়েছে, কখনো অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়েছে, কখনো দেশ ছাড়তে হয়েছে, কখনো জীবন দিতে হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এই মর্মে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে। যেমন হযরত নূহ (আঃ) যখন তাঁর কওমকে আল্লাহ্র ইবাদত ও নবীর অনুসরণের আহ্বান জানালেন, তখন তারা তা মানতে অস্বীকার করল এবং যাতে তারা তাদের অনুসরণীয় ধর্মনেতা অদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'উক্ব, নাস্র প্রমুখের অনুসরণ থেকে বিরত না হয়, সেজন্য যিদ করল *(নূহ ৭১/২৩)*। সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর পরম ধৈর্যের সঙ্গে দাওয়াত দিয়ে (অনধিক মাত্র চল্লিশ বা আশি জনের) মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবান ব্যক্তি নবীর আহ্বানে সাড়া দেন। বাকী সবাই প্রচলিত তাক্বলীদী কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ থাকে। অবশেষে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে পাঠানো প্লাবনের গযবে দুনিয়া গারত হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে পিতা ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* সকলকেই এই তাক্বলীদী গোঁড়ামীর মুকাবিলা করতে

হয়েছে। প্রত্যেক নবীর কওম স্ব স্ব বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে নবীর আনীত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তা অনুসরণ কর। তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কি তারা এটা বলবে?' *(লোকমান ৩১/২১; বাক্বারাহ ২/১৭০)*।

পাকিস্তানের খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ তাক্বলীদের অসারতা প্রমাণে 'দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা' (دین میں تقلید کا مسئلہ) শিরোনামে উর্দূতে একটি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচনা করেন। সম্প্রতি গবেষণা মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকায় উক্ত পুস্তিকাটির বঙ্গানুবাদ ৫ কিস্তিতে (নভেম্বর-ডিসেম্বর'১৬ এবং জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ও মে'১৭) প্রকাশিত হয় এবং যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। অতঃপর গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা সেটিকে পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা সাধারণ পাঠকদের বোধগম্যের সুবিধার্থে উক্ত গ্রন্থের কিছু গুরুগম্ভীর ও জটিল আলোচনা (পৃঃ ৫২-৮০) বাদ দিয়েছি।

নবীন অনুবাদক আহমাদুল্লাহ পুস্তকটি উর্দূ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম এটির সম্পাদনা করেছেন। অতঃপর মাননীয় পরিচালকের হাতে পরিমার্জিত হয়ে বইটি প্রকাশিত হ'ল। আমরা তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাঁদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রার্থনা করছি। এই সাথে প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের দরবারে উত্তম পারিতোষিক কামনা করছি। দ্বীনে হকের প্রচার ও প্রসারে আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন- আমীন!

সচিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسوله الأمين، أما بعد :

চোখ বন্ধ করে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া, দলীল ও প্রমাণ ব্যতীত নবী ছাড়া অন্য কারো কথা মানাকে (এবং সেটাকে নিজের উপর আবশ্যিক মনে করাকে) তাক্বলীদ (মুত্বলাক বা নিঃশর্ত তাক্বলীদ) বলা হয়।

তাক্বলীদের একটি প্রকার হ'ল তাক্বলীদে শাখছী। যাতে মুক্বাল্লিদ প্রকারান্তরে (আমলের ক্ষেত্রে) এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, 'মুসলমানদের উপর চার ইমামের (মালেক, শাফেঈ, আহমাদ ও আবু হানীফা) মধ্য থেকে শুধুমাত্র একজন ইমামের (যেমন- পাক-ভারতে ইমাম আবু হানীফার) (দলীলবিহীন এবং ইজতিহাদী রায় সমূহের) তাক্বলীদ ওয়াজিব। আর অবশিষ্ট তিন ইমামের তাক্বলীদ হারাম'।

তাক্বলীদের এ দু'টি প্রকার[১] বাতিল এবং প্রত্যাখ্যাত। যেমনটি কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও সালাফে ছালেহীনের আছার দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে।

সম্মানিত শিক্ষক হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ তাক্বলীদের (শাখছী এবং গায়ের শাখছী) খণ্ডনে একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেন, 'আল-হাদীছ' (হাযরো) পত্রিকায় পাঁচ কিস্তিতে যেটি প্রকাশ করা হয়েছিল *(সংখ্যা ৮-১২)*।

এখন সকলের উপকারের জন্য উক্ত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধটিকে সামান্য সংশোধন ও সংযোজন সহ সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণের নিমিত্তে প্রকাশ করা হ'ল।

আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন নিজ অনুগ্রহে মানুষদেরকে তাক্বলীদের অন্ধকার থেকে বের করে সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন, হাদীছ ও ইজমার উপর পরিচালিত করেন-আমীন!

وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান' *(মায়েদাহ ৫/৪০)*।

---

১. তাক্বলীদ দুই প্রকার (১) তাক্বলীদে শাখছী (২) তাক্বলীদে মুত্বলাক্ব তথা নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির তাক্বলীদের পরিবর্তে একেক মাসআলায় একেকজন ইমামের তাক্বলীদ করা। তাক্বলীদে মুত্বলাক্ব এবং তাক্বলীদে গায়ের শাখছী একই জিনিস। নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির তাক্বলীদ করাকে 'তাক্বলীদে শাখছী' বলা হয়। -অনুবাদক।

জ্ঞাতব্য : আহলেহাদীছ-এর (মুহাদ্দিছগণ এবং তাদের অনুসারী সাধারণ জনগণ) তাক্বলীদপন্থীদের (যেমন-দেওবন্দী, ব্রেলভী ও তাদের মত অন্য লোকদের) সাথে ঈমান, আক্বীদা এবং উছূলের পর একটি মৌলিক মতপার্থক্য হ'ল তাক্বলীদে শাখছী বিষয়ে। তাক্বলীদপন্থী আলেমগণ এই মৌলিক মতভেদপূর্ণ বিষয়টি থেকে পালানোর পথ বেছে নিতে গিয়ে চতুরতার সাথে তাক্বলীদে মুত্বলাকের উপর আলোচনা-পর্যালোচনা ও বাহাছ-মুনাযারা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু কখনো তাক্বলীদে শাখছী বিষয়ে আলোচনা-বিতর্ক এবং তাহক্বীক্বের জন্য প্রস্তুত হন না। আশরাফ আলী থানবী ছাহেব যার পা ধোয়া পানি পান করা (দেওবন্দীদের নিকটে) আখেরাতে নাজাতের কারণ,[২] তিনি বলেছেন, 'কিন্তু তাক্বলীদে শাখছীর উপর তো কখনো ইজমাও হয়নি'।[৩]

তাক্বলীদে শাখছী সম্পর্কে মুহাম্মাদ তাক্বী ওছমানী দেওবন্দী ছাহেব লিখেছেন, 'এটি কোন শারঈ বিধান ছিল না। বরং একটি ইনতেযামী ফৎওয়া ছিল'।[৪]

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হ'ল, এই শরী'আত বিবর্জিত বিধানকে ঐ লোকগুলি নিজেদের উপরে ওয়াজিব আখ্যা দিয়েছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দূরে সরে থেকেছেন।

আহমাদ ইয়ার না'ঈমী (ব্রেলভী) লিখেছেন, 'শরী'আত ও তরীকত দু'টিরই চার চারটি সিলসিলা অর্থাৎ হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী। এভাবে কাদেরী, চিশতী, নকশাবন্দী, সোহরাওয়ার্দী। এ সকল সিলসিলা একেবারেই বিদ'আত'।[৫]

দুঃখের বিষয় এসব লোক নিজেদের বিদ'আতী হওয়া স্বীকার করা সত্ত্বেও বিদ'আতকে ভাগ করে কিছু বিদ'আতকে নিজের বুকের উপরে সাজিয়ে বসে আছেন।

এক্ষণে তাক্বলীদ (শাখছী ও গায়ের শাখছী) বিষয়ে দলীলভিত্তিক বিস্তারিত খণ্ডনের জন্য এ গ্রন্থটি 'দ্বীন (ইসলাম) মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা' অধ্যয়ন শুরু করুন। *অমা 'আলায়না ইল্লাল বালাগ।*

-ফযলে আকবর কাশ্মীরী (১৩ই রবীউল আউয়াল ১৪২৭ হিঃ)।

---

২. তাযকিরাতুর রশীদ ১/১১৩ পৃঃ।
৩. ঐ, ১/১৩১ পৃঃ।
৪. তাক্বলীদ কী শারঈ হায়ছিয়াত (ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৩ হিঃ), পৃঃ ৬৫।
৫. জা-আল হক্ব (পুরাতন সংস্করণ) ১/২২২, 'বিদ'আতের প্রকারভেদ সমূহের পরিচয় ও আলামাত'।

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামে তাক্বলীদের বিধান

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক তাঁর বিশ্বস্ত রাসূলের উপর। অতঃপর আহলেহাদীছ ও তাক্বলীদপন্থীদের মাঝে একটি মৌলিক মতভেদপূর্ণ বিষয় হ'ল তাক্বলীদ। এই প্রবন্ধে (গ্রন্থে) তাক্বলীদের মাসআলার পর্যালোচনা এবং শেষে মাস্টার মুহাম্মাদ আমীন উকাড়বী দেওবন্দী ছাহেবের সংশয় ও ভুল-ভ্রান্তিগুলোর জবাব পেশ করা হ'ল।

তাক্বলীদের উপর আলোচনা করার পূর্বে এর অন্তর্নিহিত মর্ম জানা অত্যন্ত যরূরী।

তাক্বলীদের আভিধানিক অর্থ :

একটি প্রসিদ্ধ অভিধান 'আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব'-এ লিখিত আছে,

وقلَّد فلانًا : اتَّبعه فيما يقول أو يفعل من غير حجة ولا دليل–

'সে অমুক ব্যক্তির তাক্বলীদ করল : দলীল এবং প্রমাণ ছাড়া তার কথা বা কাজের আনুগত্য করল'।[৬]

দেওবন্দীদের নির্ভরযোগ্য অভিধান 'আল-ক্বামূসুল ওয়াহীদ'-এ লিখিত আছে- قلد... فلانا 'তাক্বলীদ করা, বিনা দলীলে অনুসরণ করা, চোখ বন্ধ করে কারো পিছনে চলা'।[৭]

التقليد : 'চিন্তা-ভাবনা না করে বা বিনা দলীলে (১) অনুসরণ (২) অনুকরণ (৩) সোপর্দকরণ'।[৮]

'মিছবাহুল লুগাত' *(পৃঃ ৭০১)* গ্রন্থে লিখিত আছে, وقلده في كذا 'চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সে তার অমুক কথার অনুসরণ করেছে'।

---

৬. আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব (ইস্তাম্বুল, তুরস্ক : দারুদ দাওয়াহ), পৃঃ ৭৫৪।
৭. আল-ক্বামূসুল ওয়াহীদ (লাহোর, করাচী : ইদারায়ে ইসলামিয়াত), পৃঃ ১৩৪৬।
৮. ঐ।

খ্রিষ্টানদের ‘আল-মুনজিদ’ অভিধানে আছে, قلده في كذا ‘কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কারো অনুসরণ করা’।[৯]

‘হাসানুল লুগাত (জামে‘) ফারসী-উর্দূ’ অভিধানে লিখিত আছে, ‘বিনা দলীলে কারো অনুসরণ করা’।[১০]

‘জামে‘উল লুগাত’ (উর্দূ) অভিধানে আছে, ‘তাক্বলীদ : আনুগত্য করা, পদাঙ্ক অনুসরণ করা, তদন্ত ছাড়াই কারো অনুসরণ করা’।[১১]

অভিধানের এ সকল সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাসমূহের সংক্ষিপ্তসার এই যে, (দ্বীনের মধ্যে) চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই চোখ বন্ধ করে, দলীল-প্রমাণ ব্যতীত এবং চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কোন ব্যক্তির (যিনি নবী নন) অনুসরণ ও আনুগত্য করাকে তাক্বলীদ বলা হয়।

জ্ঞাতব্য : অভিধানে তাক্বলীদের আরো অর্থ আছে। তবে দ্বীনের মধ্যে তাক্বলীদের এটাই মর্ম, যা উপরে বর্ণনা করা হ’ল।

তাক্বলীদের পারিভাষিক অর্থ :

হানাফীদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ‘মুসাল্লামুছ ছুবূত’-এ লিখিত আছে,

التقليد : العمل بقول الغير من غير حجة كأخذ العامي والمجتهد من مثله، فالرجوع إلي النبي عليه الصلاة والسلام أو إلي الإجماع ليس منه وكذا العامي إلي المفتي والقاضي إلي العدول لإيجاب النص ذلك عليهما لكن العرف علي أن العامي مقلد للمجتهد، قال الإمام : وعليه معظم الأصوليين–

‘তাক্বলীদ : (নবী ব্যতীত) অন্য কারো কথার উপর দলীল-প্রমাণ ছাড়া আমল করা। যেমন সাধারণ মানুষ (মূর্খ) তার মত আরেকজনের এবং মুজতাহিদের তার মত আরেকজন মুজতাহিদের কথাকে গ্রহণ করা। তবে নবী করীম (ছাঃ) বা ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এই (তাক্বলীদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে

৯. আল-মুনজিদ (আরবী-উর্দূ) (করাচী : দারুল ইশা‘আত), পৃঃ ৮৩১।
১০. হাসানুল লুগাত, পৃঃ ২১৬।
১১. জামে‘উল লুগাত, (করাচী : দারুল ইশা‘আত), পৃঃ ১৬৬।

সাধারণ মানুষের মুফতীর দিকে এবং বিচারকের সাক্ষীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা (তাক্বলীদ নয়)। কেননা দলীল এ দু'টিকে ওয়াজিব করেছে। কিন্তু প্রচলিত আছে যে, সাধারণ মানুষ মুজতাহিদের মুক্বাল্লিদ। (শাফেঈ মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত) ইমামুল হারামাইন বলেছেন, 'এই (সংজ্ঞার) উপরেই অধিকাংশ উছূলবিদ (একমত) আছেন'।[১২]

হানাফীদের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ 'ফাওয়াতিহুর রাহমূত'-এর মধ্যে লিখিত আছে,

(فصل: التقليد العمل بقول الغير من غير حجة) متعلق بالعمل والمراد بالحجة حجة من الحجج الأربع وإلا فقول المجتهد دليله وحجته (كأخذ العامي) من المجتهد (و) أخذ (المجتهد من مثله فالرجوع الي النبي عليه) وآله وأصحابه (الصلاة والسلام او الي الاجماع ليس منه) فإنه رجوع الي الدليل (وكذا) رجوع (العامي الي المفتي والقاضي الي العدول) ليس هذا الرجوع نفسه تقليدا، وان كان العمل بما أخذوا بعده تقليدا (لا يجاب النص ذلك عليهما) فهو عمل بحجة لا بقول الغير فقط (لكن العرف) دل (علي ان العامي مقلد للمجتهد) بالرجوع اليه. (قال الامام) امام الحرمين (وعليه معظم الاصوليين) وهو المشتهرالمعتمد عليه–

'(অনুচ্ছেদ : নবী ব্যতীত অন্য কারো কথার উপর দলীল ছাড়া আমল করাকে তাক্বলীদ বলে)। এটি আমলের সাথে সম্পৃক্ত। আর হুজ্জাত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল চারটি দলীলের একটি। নতুবা মুজতাহিদের বক্তব্য তার (সাধারণ মানুষ) জন্য দলীল ও হুজ্জাত। যেমন সাধারণ মানুষের মুজতাহিদের নিকট থেকে গ্রহণ করা এবং মুজতাহিদের তার মত অন্য আরেকজন মুজতাহিদের নিকট থেকে গ্রহণ করা। আর নবী করীম (ছাঃ) এবং ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এটি দলীলের দিকে প্রত্যাবর্তন। অনুরূপভাবে সাধারণ মানুষের মুফতীর দিকে এবং বিচারকের সাক্ষীদের দিকে

১২. মুসাল্লামুছ ছুবূত (ছাপা : ১৩১৬ হিঃ), পৃঃ ২৮৯; ফাওয়াতিহূর রাহমূত ২/৪০০।

প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদ নয়। যদিও পরবর্তীগণ এই আমলকে তাক্বলীদ বলেছেন। কিন্তু এই (তাক্বলীদ না হওয়া আমল)-এর আবশ্যকতা দলীল দ্বারা প্রমাণিত আছে। এজন্য এটি দলীলের উপর আমল, নবী ব্যতীত অন্যের কথার উপর আমল নয়। কিন্তু 'উরফ' (সামাজিক প্রথা) নির্দেশ করেছে যে, সাধারণ মানুষ মুজতাহিদের দিকে প্রত্যাবর্তন করার কারণে তারা মুক্বাল্লিদ হয়। ইমামুল হারামাইন বলেছেন, এর উপর অধিকাংশ উছূলবিদ রয়েছেন (যে এটি তাক্বলীদ নয়)। আর এটি প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য অভিমত'।[১৩]

কামাল ইবনুল হুমাম হানাফী (মৃঃ ৮৬১ হিঃ) লিখেছেন,

مَسْأَلَةُ التَّقْلِيد الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ إِحْدَى الْحُجَجِ بِلَا حُجَّةٍ مِنْهَا فَلَيْسَ الرُّجُوعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِجْمَاعُ مِنْهُ-

'তাক্বলীদের মাসআলা : ঐ ব্যক্তির কথার উপর দলীলবিহীন আমল করাকে তাক্বলীদ বলে, যার কথা (চারটি) দলীলের মধ্য হ'তে একটি নয়। সুতরাং নবী করীম (ছাঃ) ও ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১৪]

এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনু আমীর আল-হাজ্জ (হানাফী, মৃঃ ৮৭৯ হিঃ) লিখেছেন,

(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ إِحْدَى الْحُجَجِ) الْأَرْبَعِ الشَّرْعِيَّةِ (بِلَا حُجَّةٍ مِنْهَا فَلَيْسَ الرُّجُوعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِجْمَاعُ مِنْهُ) أَيْ مِنَ التَّقْلِيدِ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ مِنْ الْحُجَجِ الْأَرْبَعِ، وَكَذَا لَيْسَ مِنْهُ عَلَى هَذَا عَمَلُ الْعَامِّيِّ بِقَوْلِ الْمُفْتِي وَعَمَلُ الْقَاضِي بِقَوْلِ الْعُدُولِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِحْدَى الْحُجَجِ فَلَيْسَ الْعَمَلُ بِهِ بِلَا حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ لِإِيجَابِ النَّصِّ أَخْذَ الْعَامِّيِّ بِقَوْلِ الْمُفْتِي وَأَخْذَ الْقَاضِي بِقَوْلِ الْعُدُولِ- [১৫]

১৩. ফাওয়াতিহূর রাহমূত বি-শারহি মুসাল্লামিছ ছুবূত ফী উছূলিল ফিক্বহ ২/৪০০।
১৪. ইবনু হুমাম, তাহরীর ফী ইলমিল উছূল ৩/৪৫৩।
১৫. আত-তাক্বরীর ওয়াত-তাহবীর ফী ইলমিল উছূল ৩/৪৫৩, ৪৫৪।